04 DEC 2005

যুগান্তর

বাংলা একাডেমী : ২৮ বছর ধরে চলছে সামরিক সরকারের অর্ডিন্যান্সে

হালিম আজাদ

প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরেও জাতীয় মননের প্রতীক বাংলা একাডেমীর জন্য একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণীত হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠার পর দীর্ঘকাল চলেছে বিভিন্ন রূপের সরকারের জারি করা অধ্যাদেশ অ্যাক্ট ও অর্ডিন্যান্স'এর ভিত্তিতে। গত ২৭ বছর ধরে একাডেমী চলছে ১৯৭৮ সালের ৬ জুন জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সামরিক সরকার জারিকৃত 'দি বাংলা একাডেমী অর্ডিন্যান্স' এর আওতায়। একটি স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব গত একযুগ ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ জারিকৃত প্রথম অ্যাক্টে একাডেমীকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হলেও প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা পায়নি। ফলে সরকারগুলো জাতির নানা পর্বের এই প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তান আমল থেকেই ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থে ও দলীয় কাজে। একই কারণে একাডেমী দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। অর্থাভাবে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইতিহাস বিকৃতির ইচ্ছায় বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের প্রকল্প একটি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করেছে। একাডেমীর প্রকাশনায় চরম স্থবিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। বই বিক্রির বাজার সঙ্কুচিত করা হয়েছে। দিন দিন একটি একঘরে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে একাডেমীকে। স্বজনপ্রীতি ও দলীয় প্রভাবে এমনসব লোকদের প্রতিষ্ঠানে সদস্যপদ দেয়া হয়েছে যারা কোনভাবেই বাংলা একাডেমীর সদস্যপদ লাভের যোগ্য নয়।

> একাডেমীর প্রকাশনায় চরম স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। বই বিক্রির বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে

সূত্র জানায়, ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার দু'বছর পর ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ একাডেমী পরিচালনার জন্য প্রথম জারি করা হয় 'দি বেংগলি একাডেমী অ্যাক্ট ১৯৫৭'। এই অ্যাক্টে প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু একাডেমী পাকিস্তান সরকারের রোষানলের কারণে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা কখনও ভোগ করেনি। ১৯৬০ সালের ২৬ জুলাই দ্বিতীয়বারের মতো 'দি বেংগলি একাডেমী (এমেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ১৯৬০' জারি করে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই রাষ্ট্রপতি 'দি বাংলা একাডেমী অর্ডার ১৯৭২' জারি করেন। এই অর্ডার দ্বারা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে সমন্বিত হয়। কাউন্সিল বাদ দিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ করা হয়। সৃষ্টি করা হয় মহাপরিচালকের পদ। একাডেমীতে চারটি বিভাগের স্থলে ৭টি করা হয়। কিন্তু ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সামরিক সরকার 'দি বাংলা একাডেমী অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮' জারির মধ্য দিয়ে একাডেমীকে সঙ্কুচিত করে সাতটি বিভাগকে ৪টিতে রূপান্তর করে। এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমেই একাডেমী গত ২৭ বছর চলছে। একাডেমীর জন্য একটি গ্রহণযোগ্য প্রবিধানমালাও প্রণীত হয়নি। তা না করার ফলে সরকারগুলো নিজেদের ইচ্ছেমতো লোক নিয়োগ দিয়েছে এই সংস্থায়। সম্প্রতি ৬৮ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে দলীয় বিবেচনায়। একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া জামাতের লোকদেরও এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অর্থাভাবে গত চার বছরে একাডেমীর বই প্রকাশের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। অথচ অর্ডিন্যান্সে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

অর্ডিন্যান্সে : সামরিক সরকারের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

একাডেমীর মুক্তিযুদ্ধ বিষয় বই প্রকাশ প্রকল্পটি শেষ পর্যায়ে থাকাকালে জোট সরকার এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করে। একাডেমীর এই ৬৪ জেলার ওপর ৬৪ বইয়ের ছাপার কাজ চলাকালে তা নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন সূত্র জানায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিবর্তনের চিন্তায়ই এই প্রকল্পটি একাডেমী থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। একাডেমীর তৎকালের মহাপরিচালক এই প্রকল্পটি হাতছাড়া না করার প্রস্তাব দিলে তাকে নাস্তানাবুদ করা হয়। গত পাঁচ বছরে মোট বই প্রকাশ পেয়েছে তিনশত। সূত্র মতে, একাডেমীর বই বিক্রির রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কলকাতার বিক্রয় কেন্দ্রটিও কয়েক বছর আগে বন্ধ করা হয়। বর্তমানে একাডেমী বছরে একটি বইমেলায় আয়োজন, কিছু বই প্রকাশ, বিভিন্নজনের স্মরণে অনুষ্ঠান আয়োজনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

একটি স্বাধীন নীতিমালা প্রণয়ের ব্যাপারে একাডেমীর পরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, অর্ডিন্যান্স ও অ্যাক্টের আওতায় চললেও একাডেমীতে দীর্ঘকালের যাত্রায় অনেক ভাল কাজ হয়েছে। তবে একটি সুষ্ঠু নীতিমালা থাকলে তা দ্বারা একাডেমীকে আরও এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে একাডেমীর সচিব মইনুল হাসান বলেন, বর্তমান অর্ডিন্যান্সটি সংশোধন করে 'একটি আইন প্রণয়ন'র কাজ চলছে। এটি কেবিনেট থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে কিছু সংশোধনের জন্য। আইনটি সংসদে পাস করা হতে পারে।